প্রজন্ম ক্ষুধা

সংকলন : মিম্বার টিম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ব্যক্তির ক্ষুধা লাগে, খেয়ে সামলে নিতে হয়। সামষ্টিকভাবে প্রজন্মেরও কি ক্ষুধা থাকতে পারে; বিশেষ করে যুব-প্রজন্মের? ব্যক্তি ক্ষুধা নিবারণ করতে না পারলে পরিণতি কী—আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু যুব-প্রজন্মের ক্ষুধা নিবারণের পরিণতি কী—আদতে কি তা বুঝি? প্রশ্নটা নৈর্ব্যক্তিক হলে ভালো হতো; উত্তরের জন্য অনেক অপশন থাকত।

উত্তর নৈর্ব্যক্তিক মেনে একটা অপশন ধরি—যুব-প্রজন্মের ক্ষুধা আছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা। এতটা তীব্র ক্ষুধা, যা নিবারণে ব্যর্থ হলে পুরো প্রজন্ম মরে যায়; এমনকি প্রজন্ম তার পথ হারিয়ে অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।

কী সেই ক্ষুধা? সে ক্ষুধার যন্ত্রণাই-বা কত? এই গ্রন্থে আমরা সেটাই বোঝার চেষ্টা করব। পরিমাপ করব—ক্ষুধায় আমাদের যুব-প্রজন্ম কতটা কাতরাচ্ছে। আমরা খুঁজে দেখব, ঠিক কী খাবার এখন তাদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি এবং কতটুকু পরিমাণ খাওয়াতে হবে।

‘প্রজন্ম ক্ষুধা’ গ্রন্থে ৩০ জন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখেছেন। না, এই ৩০ জন কোনো মেডিকেল সাইন্স-এ পড়া ডাক্তার নন; তারা একুশ শতকের তরুণ-যুব প্রজন্মকে বোঝার চেষ্টায় রত একদল গবেষক ও চিন্তক। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফেসবুক গ্রুপ ‘মিম্বার’ ‘যুবসমাজের সমস্যা ও সমাধান’ শিরোনামে একটি অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ১২৩৫ জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে সেরা ৩০ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ী ৩০ জনের লেখাগুলো নিয়েই ‘প্রজন্ম ক্ষুধা’ নামক এই বই।

আমাদের প্রজন্মের তরুণরা ঠিক কীভাবে সমাজব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ করছে, কীভাবে যুব-সমস্যাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করছে, আর কীভাবেই-বা সেগুলো সমাধানের প্রত্যাশা করছে—প্রজন্ম ক্ষুধা গ্রন্থে আমরা তা খুঁজে পাব, ইনশাআল্লাহ। আর আগামী প্রজন্মকে গড়তে হলে আজকের যুব-প্রজন্মের ক্ষুধা নিবারণ যে খুবই জরুরি!

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
২০ জুন, ২০২১
বাংলাবাজার, ঢাকা

সম্পাদকীয়

ফেসবুক গ্রুপ মিম্বার। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বড়ো একটি অনলাইন প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছে। মিম্বার যেন মেধাবীদের উন্মুক্ত এক আসর। নিয়মিত এখানে নানান প্রতিযোগিতা, ওয়েবিনার ও আড্ডার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও গল্প, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ সাহিত্য নিয়ে একাডেমিক ধাঁচের হাজারও লেখা পাওয়া যাবে মিম্বারে। এর সবকিছুতেই থাকে শেখার অনন্য কিছু উপকরণ।

গত বছরের শেষদিকে 'যুবসমাজের সমস্যা ও সমাধান' শিরোনামে আমরা একটি অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। তরুণদের আহ্বান জানানো হয়েছিল তাদের কলমে বর্তমানে যুবসমাজের সংকট ও সমস্যাগুলো তুলে ধরা এবং সমস্যার আলোকে সমাধান দেওয়ার জন্য। অনেকটা গবেষণাধর্মী কাজ। প্রায় ১২৩৫ জন প্রতিযোগী উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। একেকজন একেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুব-সমস্যাকে দেখেছেন, অতঃপর তা সমাধানের উপায় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তন্মধ্যে ৩০টি লেখাকে আমরা বিজয়ী ঘোষণা করি।

লেখাগুলো তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী। মিম্বার টিম সেগুলো মলাটবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বাংলাদেশের যুব-সমস্যা নিয়ে এমন গবেষণাধর্মী লেখা একেবারেই মৌলিক, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের চিন্তামুক্ত করেছে, আলহামদুলিল্লাহ! আর সেই লেখাগুলো নিয়েই 'প্রজন্ম ক্ষুধা' বইটি। লেখকদের অভিনন্দন। গার্ডিয়ান টিম এবং টিম মিম্বারের দীর্ঘদিনের পরিচর্যা, সম্পাদনা শেষে বইটি আলোর মুখ দেখল। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের দিয়ে কাজটি করিয়েছেন। ৩০ জন লেখক, ক্ষুদে গবেষকের চিন্তায় যুবকরা আলোর মশাল পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নিবেদক
মিম্বার টিম

সূচিপত্র

মগজধোলাই শাহেদ সাদিক	১১
তাজকিয়া একাডেমি : একটি দুরূহ স্বপ্ন আসিফ মাহমুদ	৩১
মুসলিম নারী জাগরণ : প্রত্যাশা ও বাস্তবতা ফারজানা তাহিরা	৪৮
ইঁদুর দৌড় মিম বিনতে নজীর	৫৭
অস্বীকৃত এক মহামারি আল জিহাদ ইমন	৬৫
বন্ধু : আল হুব্বু ফিল্লাহ এহসানউদ্দিন জুয়েল	৯৩
যুব নেতৃত্বের সংকট : একটি পর্যালোচনা রাশেদুল হাসান রিফাত	৯৯
চিরশত্রুর ফাঁদ : ভেদ করার উপায় তরিকুল ইসলাম তারেক	১০৭
বর্তমান যুব-সমস্যা : ডিপ্রেশন ও মুক্তির উপায় তানবীর আহমেদ	১১৭

১২০ ডেসিবেল, শ্রুতি যন্ত্রণা ও গান-বাজনা ১২৯
মোহাম্মদ ইরফান হোসেন

যুবসমাজ ও সিনেমা ১৫৪
তানভীর হায়দার

ভাল্লাগে না : একটুখানি বিজ্ঞান, এক চিলতে ইসলাম ১৬৫
খন্দকার মাহমুদ উল হাসান মুজু

অবৈধ প্রেম আসক্তি এবং পরিত্রাণের উপায় ১৭১
মোরশেদুল আলম মেহরাব

আলোর মশাল তোমার হাতেই ১৭৯
শারিন সফি অদ্রিতা

বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপননীতির ছোবল ১৮৭
ইরফান উদ্দীন

যুবসমাজ : হতাশা ও করণীয় ১৯২
কানিজ ফাতিমা

নেশার নীল ছোবল এবং ইসলামের দিশা ২০২
মনির আহমেদ মনির

ডিজিটাল মিডিয়া ডায়েট ২১১
আবিদা হোসাইন মদীনা

এখনই সময় ২২৬
ইরফান সাদিক

চোখের রোগ ও ব্যবস্থাপত্র ২৪৩
তাওহীদুল ইসলাম

প্রজন্মের দুঃখবোধ : কারণ ও প্রতিকার ২৫৩
আম্মার-উল-হক

যুব সমস্যা ও সমাধান; প্রসঙ্গ : বেকারত্ব ২৫৯

মাসরুর আহমদ

সংস্কৃতির ভুল বার্তা এবং পথভোলা যুবকের মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ ২৬৯
নাশাত শাকিল

পুত্রবধূ ২৮২
সাউদিয়া আল গাজী

রাষ্ট্র ও রাজনীতি : গোলকধাঁধায় যুবসমাজ ২৯৭
জান্নাত মিম

ট্রেন্ডের পালে যুবসমাজ ৩০৮
রুম্মানী রুমি

ডিপ্রেশন : কারণ ও করণীয় ৩১৭
আব্দুস সবুর রাকিব

সময়ের ডায়েরি ৩২৬
তাহারাতুন তাইয়্যেবা

অনলাইন আসক্তি নিয়ন্ত্রণ ৩৩৫
জেবা ফারিহা

সূর্যোদয়ের বেদনা ৩৩৯
আব্দুল আজিজ রিদওয়ান

মগজধোলাই

কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে একটা মানচিত্র নিয়ে গেলেন। গন্তব্যে পৌঁছে দেখলেন—এখানে একটা চিড়িয়াখানা থাকার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে আছে কুঁড়েঘর। নিশ্চিত বুঝে নিন, আপনার মানচিত্রে ভুল আছে। বর্তমান যুবসমাজ ধ্বংসের মুখে, কিন্তু সমস্যা হলো—তারা সেটা বুঝছে না কিংবা মানতেও নারাজ। আলহামদুলিল্লাহ! যুব-সমস্যা নিয়ে অনেকেই মুখ খুলছে, তবে এখানে আমরা একটু ভিন্ন চোখে সমস্যাগুলো অনুসন্ধান করব।

যুবকদের যদি বলা হয়—'এটা একটা সমস্যা', তারা উলটো বলে বসে—'আরে ভাই! এটাই তো স্বাভাবিক। সমস্যা হলেন আপনি আর আপনার মতো লোকজন।' অর্থাৎ তারা সমস্যাকে স্বীকার করতে নারাজ; প্রকৃত অর্থে এটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। যুবকদের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করার খুবই শক্তিশালী জাল সমাজের চারিদিকে বিছানো আছে। এরা যুবকদের বুঝ দিতে সক্ষম হয়েছে—এটা খারাপ না; বরং এটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে তারা সবাইকে এক কাতারে আনতে সক্ষম হচ্ছে। কেউ তাদের মতের না হলে সে কাতার থেকে বেরিয়ে যায়। সবাই তাকে বলে কাতারছাড়া—ব্রেনওয়াশড; অথচ প্রথম কাতারবাসীই প্রকৃত ব্রেনওয়াশড, মগজধোলাই।

'Pressurize (someone) into adopting radically different beliefs by using systematic and often forcible means.'[১] অর্থ—নিয়মিত এবং প্রায়শই বল প্রয়োগের উপায় ব্যবহার করে (কাউকে) ভিন্ন বিশ্বাস গ্রহণে চাপ দেওয়াকে মগজধোলাই বলে।

আপনাকে স্বাগত। আপনি আমাদের ব্রেনওয়াশড ভাবেন, ধন্যবাদ। আমাদের গাড়িতে উঠুন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনি। মানচিত্র নির্ভুল তো গন্তব্য সহিহ।

ওয়ার্মআপ

গত এক শতাব্দীর মধ্যে উদ্ভূত কিংবা অতীতের কোনো সমস্যা—যা গত ১০০ বছরে ব্যাপক বিস্তৃত লাভ করেছে, এমন দুই ধরনের সমস্যার ভেতরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই সমস্যাগুলোই মূলত যুবকদের মগজধোলাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত হচ্ছে। প্রশ্ন করতে পারেন, এগুলোকে আমরা সমস্যা বলেছি কেন?

ইসলাম বলছে সমস্যা, তাই আমরাও সমস্যা বলছি। মাপকাঠি আল কুরআন; যদিও বাস্তবেই এগুলো সমস্যা। কখনো আমরা সমস্যাগুলোর পরকালীন ক্ষতির কথা, কখনো দুনিয়াবি আবার কখনো উভয়টাই আলোচনা করব। আপনি শুধু চিন্তা করবেন—এটাই যথেষ্ট।

দূরদর্শী পরিকল্পনা

একটা উদাহরণ দিয়ে যাত্রা শুরু করি। এ দেশের জনগণ বিশেষত প্রবীণ ও গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা সমকামিতাকে পুরোপুরি নেতিবাচক হিসেবে দেখে। অনেকে বিষয়টা সম্পর্কে জানেই না, আর জানলেও ঘৃণা করে। এখন কাউকে সমকামিতার পক্ষে সমর্থন করাতে হলে তাকে এর পক্ষে নানা ইতিবাচক যুক্তি দেখিয়ে তার মত ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবেই ধীরে ধীরে মগজধোলাই সম্ভব।

আমরা দেখব, যুবকদের সমস্যায় ফেলে কিংবা মগজধোলাই করে কে বা কারা উপকৃত হচ্ছে। কল্পনা করুন, মিডিয়ায় প্রোপাগান্ডা চালিয়ে এবং কোনোভাবে গায়ের জোরে দেশে সমকামিতা বৈধ ঘোষণা করা হলো। সমকামিতা বৈধ হলেই কিন্তু জনগণ এর অনুকূলে আসবে না। কিন্তু এখন থেকে ৫০/১০০ বছর পরে বাচ্চারা এটাকে স্বাভাবিকভাবে দেখেই বড়ো হবে। তারা ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন কার্টুন, নিউজ, পারিপার্শ্বিকতায় সমকামিতা দেখে বড়ো হবে এবং যুবক বয়সে সিনেমা ও বন্ধুদের আলোচনায় জানবে—এই কাজটা বৈধ, এটা স্বাভাবিক, এটি আধুনিক। ফলে সমকামীদের প্রতি সে সহানুভূতিশীল হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো—যখন জানবে এই স্বাভাবিক কাজটা ইসলামে হারাম, তখন সে হয় সমকামিতাকে প্রশ্ন করবে, নতুবা ইসলামকে। কিন্তু অতীতের মগজধোলাই অনুসারে সে প্রশ্ন করবে ইসলামকে। আর যখন জানতে পারবে ইসলামে সমকামীদের হত্যা[২] করতে বলা হয়েছে, তখন সে হয়ে উঠবে ইসলামবিদ্বেষী। শয়তানের পরিকল্পনা কতটা দূরদর্শী! সে অনাগত বাচ্চাদের নিয়েও চিন্তা করে রেখেছে।

হালাল রিলেশনশিপ ও হালাল প্রতারণা

গাড়িটা একটু স্লো করলাম। রাস্তার পাশের তিনতলা ভবন। দেয়ালে কতগুলো পোস্টার আর দালানের ওপরের দিকে সাতটি বৃহৎ ছিদ্র। টিকিট কাউন্টারের সামনে এক সারি লোক। একটা সিনেমা হল। আজ বাংলার প্রতিটি ঘরই একেকটা মিনি সিনেমা হল।

ছোটোবেলা থেকে আমাদের শিশুরা বিটিভির পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি দেখে বড়ো হয়েছে। এখন তো চ্যানেলের অভাব নেই; বড়োরা নাটক, সিরিয়াল, মুভি আর ছোটোরা কার্টুন। এগুলো বিনোদন দিচ্ছে, একই সঙ্গে আরেকটা জিনিস দিচ্ছে—বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে বৈধতা। এই সময়ে এমন মুভি পাওয়া প্রায় অসম্ভব, যেখানে এই বিষয়টা নেই; কেন জানি অপ্রাসঙ্গিক হলেও থাকতেই হবে। তারা এসবের মধ্যেই বড়ো হচ্ছে, শিখছে আর পরে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে। সময়ের পরিক্রমায় যখন জানছে—ইসলামে এসব হারাম, তখন কার প্রতি বিতৃষ্ণা লাগে? ইসলামের প্রতি।

কারণ, ইসলাম একটা সমাধান দিচ্ছে (বিয়ে)—যা সম্ভব না (প্রেমিক যে শিক্ষিত বেকার[৩])। তখন তারা ইসলামকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পার্ক, লিটনের ফ্ল্যাট আর যিনার জগতে প্রবেশ করছে। কারণ, ছোটোবেলা থেকেই যে তারা ব্রেনওয়াশড। এর মাঝে দুই-একটা গুরাবাদের[৪] (আগন্তুক) দেখা যায়। এরা কোনো মেয়ের সাথে কথা বলা তো দূরে থাক, তাকায় না পর্যন্ত। উলটো এদেরই আমরা বলি ব্রেনওয়াশড। বাহ! সে যাহোক, এবার আসা যাক ফলাফলে।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত গর্ভপাত অবৈধ। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গুতম্যাকার ইনস্টিটিউটের ২০১৪ সালের জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশে বছরে গর্ভপাত হয় প্রায় ১২ লাখ।[৫] এটা তো হিসাবের ভেতরে; হিসাবের বাইরে যে আরও কত বেশি আছে—তা কে জানে! তা ছাড়া এই রিপোর্টটা প্রায় ছয় বছর পূর্বের। যারা গর্ভপাত করতে আসছে, তাদের মধ্যে ১৬ বছরের কিশোরী থেকে মধ্য বয়স্ক নারীও রয়েছে। বিয়ের পূর্বে অনেকেই অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভবতী হওয়ায় বাধ্য হয়ে গর্ভপাত করেছে।[৬] এটা শুধু রাজধানীর খবর। এ ছাড়াও রাজধানীতে বিভিন্ন অলিগলি ও ময়লার ডাম্পিং স্টেশনে প্রায়ই অপরিণত শিশুর ভ্রূণ পাওয়া যাচ্ছে।

তাজকিয়া একাডেমি : একটি দুরূহ স্বপ্ন

এক

সকাল সকাল তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছি। শার্টটা ইস্ত্রি করা হয়নি, নাশতাটুকুও হয়নি। আবির; আমার ছোটো ছেলেটা বেরোনোর সময় হাতে চকলেট দিয়ে বলেছে, 'লাস্তায় কাবা।' সেটা হাতে নিয়ে তার গালে চুমু এঁকে বেরিয়েছি। বাসা থেকে বেরিয়েই অনলাইনে ডাকা ক্যাবটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। উঠে বসতেই ক্যাব চলতে শুরু করল, কিন্তু কেমন যেন ঝিমঝিম শব্দ!

পরে বুঝতে পারলাম, মাথার মধ্যেই এমন শব্দ হচ্ছে। রাতে ঘুমোতে দেরি হয়েছিল, তাই মাথাটা ঝিম ধরে আছে। হয়তো ভাবছেন, আমি এত সকাল সকাল তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছি? যাচ্ছি একটি রিপোর্ট তৈরি করতে। 'তাজকিয়া একাডেমি' নামে একটি সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শাখায় যাচ্ছি। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি একাডেমি।

২০৩৫ সালে এসেও বাংলাদেশের মতো সেক্যুলার দেশে একটি ইসলামি প্রতিষ্ঠান সারাদেশে ত্রিশের অধিক শাখা নিয়ে কীভাবে গেড়ে বসে আছে, এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী, এর সাথে কোনো রাজনৈতিক কিংবা উগ্রবাদী সংগঠনের সংযোগ আছে কি না—এ নিয়ে তদন্ত করতে আমাকে পাঠানো হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে।
একটা গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যাচ্ছি। যদি সত্যিই কোনো উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র পাওয়া যায়, তাহলে তা আমার জন্য আশঙ্কাজনক হবে। কিন্তু কী আর করার! সরকারের গোলামি করি, ঝুঁকি না নিলে তো আর চলে না। এই জন্যই তো তারা আমাকে পয়সা দেয়! আবার একাডেমির পক্ষে যদি রিপোর্ট লিখি, তাহলেও সমস্যা। সরকারের পক্ষ থেকে মৌলবাদী ট্যাগ খাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। অনেকটা উভয়সংকট নিয়েই রিপোর্ট তৈরি করতে যাচ্ছি।

গাড়ি একাডেমির গেটে এসে দাঁড়াল, সকাল আটটা ছুঁইছুঁই। ভাড়া মিটিয়ে ঢুকতেই দারোয়ান সালাম দিলো। ভেতরে প্রবশে করে আমার চক্ষু চড়কগাছ! এটাই একাডেমির প্রধান শাখা? মাত্র চারটি বিল্ডিং, তা-ও ছোটো ছোটো! প্রশাসনিক ভবনটি তিনতলা, একাডেমিক ভবন আর আবাসিক ভবন

চারতলা করে, আর একটি মসজিদ—এতটুকুই! এত বড়ো প্রতিষ্ঠান, সারা দেশে যার ত্রিশটিরও অধিক শাখা, অথচ তার প্রধান শাখা এত সাদামাটা! অবাক না হয়ে পারলাম না। তবে একটি জিনিস চোখে পড়ার মতো। জায়গাটা বেশ সুন্দর ও পরিপাটি। ভেতরে প্রচুর গাছগাছায় ভরপুর—বিশেষত ফুল ও ফলের গাছ। সবকিছুই গোছানো ও পরিষ্কার।

প্রথমে প্রশাসনিক ভবনে গেলাম। চেয়ারম্যানের রুমের সামনে আসতেই দরজায় দাঁড়ানো পিয়ন সালাম দিয়ে পরিচয় জানতে চাইল। পরিচয় বলতেই তড়িঘড়ি করে রুমে ঢুকে পড়ল। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই বের হয়ে বলল, 'হুজুর আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন।' হুজুর! হাউ ট্রিপিক্যাল! ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল।

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় শুভ্র দাড়িওয়ালা একজন লোক বসে আছেন। নাম মাওলানা আবিদ উল্লাহ। তিনি এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পড়াশোনা করেছেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অনেকে তাকে আবিদ উল্লাহ মাদানিও বলেন। আগেই তার ব্যাপারে ঘেঁটে এসেছি। ভদ্রলোক ছবির চেয়ে বাস্তবেই বেশি চমৎকার দেখতে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ছবিগুলোতে তাকে সচরাচর কোট-টাই পরে থাকতে দেখা যায়, কিন্তু আজ তিনি পাঞ্জাবি পরেছেন। আমি রুমে ঢুকতেই সহাস্যে বললেন—'আসসালামু আলাইকুম। আসুন আকরাম সাহেব, বসুন!'

গিয়ে বসলাম। তিনি চায়ের অর্ডার দিলেন। রুমটি বেশ পরিপাটি। ফাইলপত্র সব টেবিলে স্তূপ করে না রেখে পাশে একটি শেলফে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা। টেবিলের ওপর আছে কুরআন মাজিদ, মুসনাদে আহমাদ আর আকিদাসংক্রান্ত দুটি বই। সেইসঙ্গে আছে, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মাসিক 'তাজকিয়া ম্যাগাজিন'। ভদ্রলোক ভরাট কণ্ঠে বললেন—'তারপর বলুন, কেমন আছেন?'

'আর ভালো কীভাবে থাকলাম? এই যে সাতসকালে এসে হাজির হতে হলো। আপনারা তো ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ে ভালোই আছেন, আর আমরা সরকারের গোলামি করতে ব্যস্ত!'

'আমরাও তো আল্লাহর গোলামিই করছি ভাই।' হাসিহাসি মুখ নিয়েই বললেন আবিদ উল্লাহ সাহেব। কথাটি আমার জন্য পজিটিভ না কি নেগেটিভ—সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। ততক্ষণে চা চলে এসেছে। চুমুক দিতে দিতে বললাম— 'কার হয়ে কী কাজ করছেন, তা জানতেই এলাম। কিছু তথ্য আপনাকে দিতে হয় যে মুহতারাম।'

'আপনিই প্রথম নন আকরাম সাহেব; এর আগেও ১৮ জন এসেছেন। সবাই আমাদের নিয়ে পজিটিভ রিপোর্ট করেছেন। আর সেজন্যই একের পর এক নতুন পরিদর্শক পাঠানো হয়েছে। কারণ, সরকারের প্রয়োজন একটা নেগেটিভ রিপোর্ট!'

হাসিহাসি মুখে বললেও এই কথার পেছনে আবিদ সাহেবের একটা চাপা কষ্ট আর ক্ষোভ দেখতে পেলাম। জবাব দিলাম না। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

দুই

মাওলানা আবিদ উল্লাহর সাথে কথা বলে তার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একটা ছোটোখাটো ধারণা পাওয়া গেল।

বছর দশেক আগে তিনি এবং তাঁর তৎকালীন কয়েকজন সমচিন্তার মানুষদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে এই প্রতিষ্ঠান। তবে একাডেমির আইডিয়া এসেছিল তারও প্রায় পাঁচ বছর আগে। 'তাজকিয়া একাডেমি : একটি দুরূহ স্বপ্ন' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে দ্বীনি মহলে তা বেশ সমাদৃত হয়। তখন থেকে দ্বীনি কমিউনিটির কতিপয় স্বপ্নবাজ একটি একাডেমির স্বপ্ন লালন করা শুরু করে, যার পরিণত রূপ আজকের এই একাডেমি।

মাওলানা আবিদ উল্লাহর ভাষ্যমতে—'অধঃপতনে চলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের আলোর পথে পরিচালনা'র লক্ষ্য নিয়ে তারা গড়ে তুলেছিলেন প্রতিষ্ঠানটি। এমন একটি সময়ে দাঁড়িয়ে তারা প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করিয়েছিলেন, যখন যুবসমাজ ছিল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মাওলানা আমাকে হাতের কড়ে গুনে গুনে কয়েকটি সমস্যা বললেন, যেগুলোর সমাধানের লক্ষ্যেই মূলত তাদের এই প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়েছিল। যেমন—

- দ্বীনি শিক্ষার অভাব
- পর্নোগ্রাফি
- মাদকাসক্তি
- হারাম সম্পর্ক
- ডিপ্রেশন
- পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং লিবারেলিজমের অনুপ্রবেশ।

এরপর তারা কী করলেন? এর জবাবে তিনি জানালেন, তারা একাডেমিক ও সোশ্যাল সার্ভিস দুটোই চালু করেছিলেন। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানের এই অ্যাপ্রোচ দুটোকে খানিকটা এভাবে বলেছিলেন—

একটি হচ্ছে তাঁদের একাডেমিক সাইড। একাডেমিক সাইডের দুটো ভাগ : একটি হচ্ছে কোর্সভিত্তিক, আর অন্যটি আমরণ। কোর্সভিত্তিক যেটি, সেখানে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হবে, খারাপ আসক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ট্রেনিং হবে এবং এটি কয়েক বছরের কোর্স; বেশিরভাগই চার বছর। আর আমরণ যেটি তা হচ্ছে—চিরতরে এই প্রতিষ্ঠানের অংশ হয়ে যাওয়া। এখান থেকেই জীবিকার ব্যবস্থা, বিদেশে পড়াশোনার ব্যবস্থা, মোদ্দাকথা বাকি জীবনের গতি এখান থেকেই হয়ে যাবে।